EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

শিরায় মাদকগ্রহণকারী (আইডিইউ) নারীদের জন্য আপনের নতুন কেন্দ্রের উদ্বোধনে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির বক্তব্য

আপনগাঁও (আপন চিকিৎসা ও পুনর্বাসন গ্রাম), মানিকগঞ্জ
১৭ই ডিসেম্বর, ২০০৯

সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ,

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত দর্শনার্থীরা

সুধীবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল!

আজ সকালে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত এবং নতুন আপন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র উদ্বোধন করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব প্রদান ও কঠিন পরিশ্রম করার জন্য আমি "আপন" নামে বেশি পরিচিত "আসক্তি পুনর্বাসন নিবাস"- কে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি জেনেছি যে বাংলায় আপন শব্দের অর্থ এমন একজন যে আমাদের খুবই কাছের ও প্রিয়। এই নাম ও সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে "আপন" ১৯৯৪ সাল থেকে মাদকাসক্ত ও উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন তরুণদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের উভয় দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে মাদক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের শহর ও পল্লী, উভয় এলাকায় মাদক গ্রহণকারীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

মাদক গ্রহণকারী ও তাদের পরিবারকে মাদকাসক্তির জন্য কেবল শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রভাবগুলোই নয়, এমনকি অন্যান্য গুরুতর স্বাস্থ্য উদ্বেগের সম্মুখীনও হতে হয়। বাংলাদেশে শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি/এইড্‌স-এর সংক্রমণ ও বিস্তারের বিরাট হুমকির সম্মুখীন। বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণ শতকরা এক ভাগের নিচে হলেও শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার মতো আরো অনেক বিষয় এদেশের জনগণের মধ্যে মহামারির সৃষ্টি করতে পারে। শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় হুমকির অন্যতম। সর্বশেষ এইচআইভি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে দেখা যায় শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মারাত্মক রোগের সংক্রমণ ও এইচআইভি'র বিস্তার কমাতে "আপন"-এর মাদকবিরোধী কর্মসূচি ও দেশে এর মতো আরো কর্মসূচি অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ।

বেশিরভাগ সময়ই রাস্তায় বসবাস করে এমন মাদকাসক্ত ও হুমকির সম্মুখীন তরুণদের জন্য "আপন"-এর উদ্যোগের প্রশংসা করি। 'আপন"-এর প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও চিকিৎসা কর্মসূচির সঙ্গে এই তরুণরা নিজেদের মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করার দারুণ সুযোগ পাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। "আপন"-এর চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কর্মসূচিও আমাকে মুগ্ধ করে যেখানে মাদকাসক্তদের আচরণগত পরিবর্তন, আত্মিক উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতার প্রশিক্ষণসহ সেবা প্রদান করা হয়। রোগীরা তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষে এই দক্ষতাগুলো কাজে লাগাতে পারবে।

"আপন" একটি সমন্বিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছে যেখানে নারী মাদকগ্রহণকারীদের জন্যও সহায়তা ও সেবা প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো গৃহ ও জনগোষ্ঠী নির্ভর চিকিৎসার মাধ্যমে নারী মাদকগ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি/এইড্স রোধ করা। একই সঙ্গে, মহিলারা প্রাথমিক শিক্ষা, কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণ ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য পেয়ে থাকে। নতুন জ্ঞান ও প্রশিক্ষণে বলিষ্ঠ হয়ে এই মহিলারা নিজের পরিবারের সঙ্গে আবার মিলিত হতে শিখবে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সহায়তার প্রতীক হিসেবে শিরায় মাদকগ্রহণকারী নারীদের নিয়ে "আপন"-এর কাজকে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই কেন্দ্র তৈরি করতে ৫০ হাজার ডলার দান করেছে। এইসব সাহসী মহিলা যারা মাদকাসক্তির দাসত্বের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এসেছে তাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে আপন-এর অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য আমি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে "আপন"কে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে অঙ্গীকার রয়েছে -- এই কেন্দ্র তার একটি নিদর্শন মাত্র। ১৯৭৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যখাতে ৭০ কোটি ডলার সহায়তা প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক কর্মসূচিতে সহায়তা অব্যাহত রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বাংলাদেশে এইচআইভি/এইড্স সহায়তায় সবচেয়ে বড় দ্বিপাক্ষিক দাতা দেশেগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অন্যতম। এ পর্যন্ত আমরা এইচআইভি'র জন্য সরকারীভাবে গৃহীত কর্মসূচীসমূহে দুই কোটি ডলারেরও বেশি সহায়তা প্রদান করেছি। আমাদের এইচআইভি কর্মসূচির লক্ষ্য হলো ঝুঁকির সম্মুখীন যারা ও সাধারণ জনগণ -- উভয় ক্ষেত্রেই এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা কম রাখা।

বাংলাদেশের সরকার ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়তার সঙ্গে কাজ করে আমাদের কর্মসূচি পাঁচ লাখ মানুষকে এইচআইভির ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে। পাশাপাশি, আমাদের কর্মসূচি যৌন সংক্রমণজনিত রোগের চিকিৎসা ও তা প্রতিরোধ কৌশলও প্রদান করে থাকে। পুরো দেশের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে বাংলাদেশের ২০ থেকে ৩০ শতাংশ উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন জনগণ ৫৪টি "মধুমিতা" স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিকের মাধ্যমে এই সেবা পেয়ে থাকে।

আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ও আপনারা প্রতিদিন যে অসাধারণ কাজ করছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। যুক্তরাষ্ট্র আপনাদের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে পারায় আমি গর্ব বোধ করছি। আজ আপনাদের মতো মানুষের কাজের জন্যই যেসব ব্যক্তির পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা মাদকাসক্তিতে আক্রান্ত সেসকল ব্যক্তি মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরস্পরকে সহায়তা ও বলিষ্ঠ করে তোলার জন্য মিলিত হয়েছে। আমি আপনাদের ও নতুন অংশীদারদের সঙ্গে এই প্রচেষ্টায় কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

আপনাদের আবারো ধন্যবাদ।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত

জিআর/২০০৯